FEB. 2 1 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

শিক্ষকতা যেন এক ধরনের ব্যবসা

আমাদের শৈশবে হেড মাস্টার সাহেব আমাদের প্রাইভেট পড়াইতেন। টিউশনি শব্দটি তখন প্রচলিত ছিল না। কাঁচা-পাকা চুল, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, খদ্দরের পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিহিত হেড মাস্টার সাহেব কড়া ভাষায় বলিয়া দিতেন, শুধু বার্ষিক পরীক্ষার দুই মাস আগে প্রাইভেট পড়বে বাকি দশ মাস স্কুলে ও বাড়ীতে পড়তে হবে। ইহার অন্যথা হইলে পিঠে বেত পড়িত। অধঃস্তন শিক্ষকরাও হেড মাস্টারের পরামর্শের বাহিরে কোন কিছু করিতেন না। শিক্ষকগণ শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদের হাতের নখ, মাথার চুল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর দিতেন। প্রায়, প্রত্যেক শিক্ষকই পাঠদানের এক পর্যায়ে দেশপ্রেম মানবতা, শৃংখলা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুই-চার কথা বলিতেন। এখন মনে হয়, সেদিনের সেই শিক্ষক ও শিক্ষকতা বিদায় হইয়াছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত পাল্লা দিয়া ব্যাঙের ছাতার মত প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িবার যেন হিড়িক পড়িয়াছে। একটি ঘর ভাড়া করিয়া কয়েকটি চেয়ার-টেবিল নিয়া বিভিন্ন বিচিত্র নামে স্কুল, টিউটরিয়াল, কিন্ডারগার্টেন গড়িয়া তোলা হইতেছে। ছলে-বলে মোটা অংকের টাকা হাতাইয়া নেওয়াই সেগুলির উদ্দেশ্য। পরিশেষে, শিক্ষা ও শিক্ষকতার নামে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মহল সমীপে বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

মইনুদ্দীন শফি মাস্টার,
৩৮ নম্বর ওয়ার্ড,
বন্দর, চট্টগ্রাম।